"মিষ্টি বাচ্চারা - সার্ভিসের শখ রাখো, বিশাল বুদ্ধির হয়ে সার্ভিসের ভিন্ন - ভিন্ন যুক্তি গুলি বের করো, যে কথা অর্থহীন, সে'গুলিকে কারেক্ট করো"

*প্রশ্নঃ - আত্মা, যা অজামিলের মতো নোংরা হয়ে গেছে, তাকে পরিস্কার করার সাধন কি?

*উত্তরঃ - তাকে জ্ঞান মানস সরোবরে ডুবিয়ে দাও, যদি জ্ঞান সাগরে ডুবে থাকে, তাহলে আত্মার ময়লা সাফ হয়ে যাবে।

*প্রশ্নঃ - ব্রাহ্মণদের জন্য সবথেকে বড় পাপ কি?

*উত্তরঃ - ব্রাহ্মণ যদি বাবার আজ্ঞা না মানে, তাহলে সেটা হলো অনেক বড় পাপ। বাবার প্রথম আজ্ঞা হলো, তোমরা আমাকে নিরন্তর স্মরণ করো, কিন্তু বাচ্চারা এতেই ফেল করে যায়। এরপর মায়া কোনো না কোনো বিকর্ম করিয়ে দেয়।

*গীতঃ- ছেড়ে দাও অকাশ সিংহাসন.....

ওম্ শান্তি। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে কি আসে? কে এসেছেন ? (বাবা, টিচার, সৎগুরু) মাতা-পিতা শব্দ তো অবশ্যই চাই। মাতা-পিতা শব্দ তো ভারতেই প্রচলিত। তুমি মাতা-পিতা...এর পরে তোমরা বলতে পারো বাপ-দাদা। এমনিতে তো মাতা-পিতার মধ্যে বাপ-দাদা এসেই যায়, কিন্তু তা নয়, এ হলো বোঝানোর পদ্ধতি, কেননা বাবা আছে, মাও অবশ্যই প্রয়োজন। এখন মাতা প্রথমে কে ? এ হলো গুহ্যর থেকেও গুহ্য কথা, যা কেউই বুঝতে পারে না। প্রজাপিতা ব্রহ্মা থাকা সত্ত্বেও কি মাতা প্রয়োজন ? প্রজাপিতা ব্রহ্মার সঙ্গে কোনো প্রজাপত্নীও কি চাই ? তা নয়। প্রজাপত্নী চাই না, কেননা এ হলো মুখ বংশাবলী, তাই কেউই ব্রহ্মার পত্নী হতে পারে না। এ খুবই গুহ্য এবং গম্ভীর কথা, এই কথা বোঝা এবং ধারণ করার জন্য বুদ্ধির প্রয়োজন। ইনি হলেই একমাত্র বাবা, যিনি বাচ্চাদের সম্মুখে আসেন। তোমরা তো বুঝতে পারো যে, মাতা-পিতা, বাপ-দাদা সম্মুখে এসেছেন। বাচ্চারা বাইরে সার্ভিস করে, সেন্টারে যারা থাকে তারা এই কথা বুঝতে পারবে না যে, মাতা-পিতা, বাপদাদা সম্মুখে এসেছেন। তারা বুঝবে যে, অমুক বি.কে বা ব্রহ্মাকুমারী এসেছেন। এই মাম্মাকেও এডাপ্ট করা হয়েছে। সবথেকে লাকী নক্ষত্র হলেন জগদম্বা, বাচ্চাদের সামলানোর জন্য ইনি হলেন মুখ্য, তাই এনার উপর কলস দেওয়া হয়েছে আর এই ব্রহ্মা তো হয়ে গেছেন ব্রহ্মপুত্র, মেল রূপে। তাই সরস্বতী অবশ্যই প্রয়োজন। সরস্বতীকেই জগদম্বা বলা হবে। এই মেলকে তো জগদম্বা বলা যাবে না। এ খুব বড় সুন্দর রহস্য, যা গীতা - ভাগবতে নেই। শাস্ত্র গুলিতে নানান কাহিনী বসে বসে লিখেছে। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে বা ২৫০০ বছর পূর্বে কি হয়েছিলো, সুতরাং বসে লিখতে থাকে। সেই নাম - রূপ - দেশ - কাল তো কিছুই আর নেই। নাটকও অনেক প্রকারের বানাতে থাকে। এই বাবা সম্মুখে বসে খুব ভালোভাবে বোঝাতে থাকেন, যাতে বাচ্চারা প্রতিটি কথা সম্পূর্ণ বুঝে যায়। এই গীতেও অনেক গুলো অর্থহীন কথা আছে। এখন আকাশ তত্ব তো হলো এটাই, যেখানে তোমরা বসে আছো। যে পারলৌকিক বাবাকে সবাই স্মরণ করে, তিনি কোনো আকাশ তত্ব থেকে আসেন না। শ্রীকৃষ্ণের আত্মা বলবে, সে এখানেই আছে। সব মুখ্য - মুখ্য আত্মারা, ধর্মস্থাপক ইত্যাদি এখানেই আছে। শ্রীকৃষ্ণের আত্মাও ৮৪ জন্ম ধরে এখানেই আছে। তাঁর আত্মাকে তো আর ডাকা যাবে না। এই পরমপিতা পরমাত্মকে ডাকা হয় যে, তুমি এসো, নিজের মহাতত্ব নির্বাণধাম ত্যাগ করে ওখান থেকে এসো। তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের সিংহাসন তো হলো মহাতত্ব।

আকাশে তো তোমরা জীব আত্মারা থাকো। এ হলো খেলা চলার মণ্ডপ। যখন গীত শোনো তখন মনে নিজেই কারেক্ট করতে করতে চলো। এ তো যিনি নাটক বানিয়েছেন, তিনিই আবার গীত বানিয়েছেন। যারা ফিল্ম শ্যুট করে, তাদেরও বোঝানো উচিত। এতে অনেক বড় বিশাল বুদ্ধির প্রয়োজন। বাবা সার্ভিস করার জন্য রায় দান করেন। এই ড্রামা যিনি বানিয়েছেন, তাকে বোঝানো উচিত। তার সাথে দেখা করা উচিত। এতোটা বোঝার প্রয়োজন। বাবা তো ডায়রেকশান দেবেন। বাবা তো আর গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন না। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের ডায়রেকশান দেবেন -- এমন এমন করো, শ্রীমতে চলো। (গীত) বাস্তবে ধরিত্রী হলো এই ভারত খণ্ড। তাঁকে ভারতেই আসতে হয়। ভারতই তাঁর জন্মভূমি। সবাই সেই নিরাকার ফাদারকেই ডাকতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ তো সকলের ফাদার নন। আর যে মুরলী দেখানো হয়, তা কোনো কাঠের বাঁশি নয়, যা শ্রীকৃষ্ণের হাতে দেওয়া হয়। মুরলী তো বাস্তবে জ্ঞান।

সরস্বতীকে গডেজ অফ নলেজ বলা হয় । রাধাকে বলা হবে না, শ্রীকৃষ্ণকেও বলা হবে না । এ তো বাবা আর বাচ্চার জোড়া । সরস্বতীকে গডেজ অফ নলেজ বলা হয় । তাহলে অবশ্যই প্রজাপিতা ব্রহ্মা, ব্রহ্মপুত্রও গডেজ অফ নলেজ হওয়া উচিত, কিন্তু ব্রহ্মার জন্য তো এমন গায়ন হয় না । গড ইজ নলেজফুল - এমন বলা হয় । ব্রহ্মা নলেজফুল নয়, গড ইজ নলেজফুল। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন জ্ঞানের সাগর, তাহলে তিনি অবশ্যই তাঁর বাচ্চাদের জ্ঞান দান করবেন। সবার প্রথমে তিনি এনার মধ্যে প্রবেশ করে, এনার দ্বারা অন্যদেরও জ্ঞান দান করেন। এর মধ্যে সব লাকী নক্ষত্ররা এসে যায় । জ্ঞান সূর্য, এরপর জ্ঞান চন্দ্রমা হলেন এই ব্রহ্মা, এরপর চাই জ্ঞান চন্দ্রমার নিকট এক নক্ষত্র, যে চন্দ্রমার সামনে থাকতে পারে । সে খুবই তীক্ষ্ণ হয় । তাঁকে জ্ঞান লাকী নক্ষত্র বলা হবে । তাঁর নাম সরস্বতী রাখা হয়েছে । সরস্বতী তো তাঁর কন্যা হয়ে গেলো, তাই না । ইনি তো বাবাও হলেন, আবার বড় নদীও হলেন। অনেক বড় নদী । সব নদীর মিলন সাগরে হয় । সাগর আর নদীর মিলনের মেলা হয় । সরস্বতীও সাগরে মিলিত হয় । তার কোনো মেলা হয় না । মেলা ব্রহ্মপুত্র নদীরই হয় । এই নদ হলো ওয়ান্ডারফুল, মেল (পুরুষ)। নদী তো ফিমেলকে বলা হয় । এই গুহ্য রহস্য অনেক বোঝার মতো, কিন্তু সবার প্রথমে এই কথা কাউকেই বলা উচিত নয় । প্রথমে তো লৌকিক মাতা-পিতা এবং পারলৌকিক মাতা-পিতার রহস্য বোঝানো উচিত। লৌকিক মাতা-পিতার থেকে অল্পকালের ক্ষণভঙ্গুর সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়ে এসেছে । এই কথা তো খুবই পাক্কা স্মরণে থাকা উচিত। দ্বিতীয় কেউই এই দুই বাবার রহস্য বোঝাতে পারবে না । তারা তো জানেই না । গেয়ে থাকে - তুমি মাতা-পিতা.... এখন পিতা যদি সর্বব্যাপী হলো তাহলে মাতা কোথায় গেলো? এ হলো বোঝার মতো বিষয়, তাই না । মাতা-পিতা তো চাই, তাই না । নিরাকারকেই মাতা - পিতা বলা হয় । তিনি তো হলেন গড ফাদার। এরপর বলা হয় অ্যাডাম এবং ইভ। অ্যাডামই যে ইভ - একথা বুঝতে পারে না । প্রজাপিতা ব্রহ্মা, তিনিই আবার মাতা হয়ে যান। অ্যাডাম এবং ইভ বা আদম-বিবি বলা হয় কিন্তু অর্থ কেউই বুঝতে পারে না । বাচ্চারা বুঝতে পারে যে, আদম - বিবি বাস্তবে ইনি । বিবিই আবার আদম। এনাকে বিবি - আদম দুইই বলা হয় । উনি তো হলেন বাবা । এ অনেক জটিল কথা । ভারতে গাওয়াও হয় -- তুমি মাতা - পিতা.... এমনই মানুষ শুনে শুনে গাইতে থাকে, অর্থ কিছুই বোঝে না ।

সত্যযুগকে অনেক দূরে নিয়ে গেছে । লাখ বছর বলে দেয় । লং - লং, তাও কতো ? কাহিনী তো নিকটেরই শোনানো হয় । তোমরা বোঝাতে পারো - লং লং এগো (অনেকদিন আগের) অর্থাৎ পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এই ভারতে দেবী - দেবতাদের অখণ্ড, অটল, সুখ - শান্তিময় রাজ্য ছিলো । তখন অন্য কোনো রাজ্য ছিলো না । এই শব্দ অন্য কোনো বিদ্বান, আচার্য বলতে পারবে না । দেবী - দেবতার রাজ্য ছিলো, সেকথা জানা উচিত, তা কিভাবে স্থাপন হয়েছিলো? কিভাবে লক্ষ্মী - নারায়ণ হয়েছিলো? কিভাবে তাঁদের রাজত্ব স্থাপন হয়েছিলো? তার পূর্বে তো কলিযুগ ছিলো । অবশ্যই কলিযুগের অন্তিম সময় এখন, আর কলিযুগের পরে সত্যযুগ আসবে । সত্যযুগ এখন সামনে এসে গেছে । যা লং - লং ছিলো, তা এখন সামনে এসে গেছে । ৮৪ জন্মগ্রহণ করতে করতে এখন কলিযুগের অন্তিম সময় এসে উপস্থিত হয়েছে । এখন তোমাদের বলবে, পাঁচ হাজার বছর পূর্বে সত্যযুগে এই লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য ছিলো, এখন আর তা নেই। এখন সময় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে । আবার এখন লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য স্থাপন হচ্ছে, এ'কথা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । যার জন্য তোমরা পুরুষার্থ করছো । এ হলো বোঝার মতো কথা । এ তো সত্যি যে, গীতা ইত্যাদি লেখা হয় এই কারণে যে, কেউ যাতে পড়ে রিফ্রেশ হতে পারে । একথা জানে যে, যা লেখা হয়, তা আবার প্রায় লোপ হয়ে যাবে। একথা সত্য যে, এই গীতাও থাকবে না । যা তোমরা লেখো, সেই সত্য জ্ঞান প্রায় লোপ হয়ে যায়, আর এর সাথে সাথে সব শাস্ত্রও প্রায় লোপ হয়ে যাবে । সত্যযুগ আর ত্রেতাতে কোনো শাস্ত্র থাকে না । তারপর পূর্ব কল্পে যেমন দ্বাপর যুগ থেকে শাস্ত্র লেখা শুরু হয়েছিলো, তেমনই আবার লেখা শুরু হয়ে যাবে । এ হলো ভক্তি মার্গের সামগ্রী । রচনার সামগ্রী অনেক বড়। তোমরা সেকেন্ডে এই জ্ঞান গ্রহণ করো । সম্পূর্ণ রচনার আদি - মধ্য এবং অন্ত তোমরাই জানো । তোমাদের কাছে তিথি - তারিখ সমেত সম্পূর্ণ হিসেব - নিকেশ আছে । সবাই তো ৮৪ জন্মগ্রহণ করে না । কেউ ৭০ জন্মগ্রহণ করে, কেউ ৬০, কেউ আবার ২ বারও জন্মগ্রহণ করে । এ সবই মিনিমাম আর ম্যাক্সিমামের হিসেব। পরের দিকে যারা আসবে, তাদের অবশ্যই নম্বরের ক্রমানুসারে অল্প - অল্প জন্ম হবে । তার বিস্তার করা ফালতু হয়ে যায় । তোমরা বাচ্চারা সংক্ষিপ্তভাবে বুঝতে পারো । ৮৪ লাখ জন্ম তো হয় না, ৮৪ জন্মও প্রত্যেকে পায় না । এমনিতেই বলে দেওয়া হয় ৮৪র চক্র। ৮৪ লাখ জন্মের চক্রের গায়ন হয় না । (গীত) পাপ - কপটের ছায়া পড়ে গেছে । এখন তো রাবণের রাজ্য, তাই না । আত্মার উপরে ময়লার ছায়া পড়তে পড়তে এখন সম্পূর্ণ অজামিল হয়ে গেছে । এতো ময়লা জমে গেছে যে পরিস্কার করাই যায় না । এই ময়লা দূর করার জন্য গায়ন আছে যে, জ্ঞান মানস সরোবর, এতে যেন ডুবে থাকে । যেমন জং লাগলে তা দূর করার জন্য কেরোসিন তেলে ডুবিয়ে দেওয়া হয় । এই জং ধরে গেছে, তাই জ্ঞান সাগরে ডুবে থাকো । এখানে কোনো জলের নদী বা সাগরের কথা নেই। জ্ঞান সাগর যে জ্ঞান দান করেন, সেই জ্ঞানে তৎপর থাকতে হবে । গৃহস্থ জীবনকেও দেখভাল করতে হবে । তাতে কোনো পরামর্শের প্রয়োজন হলে তা গ্রহণ করতে থাকো । প্রত্যেকের কর্মবন্ধন তার নিজের নিজের। সার্জন তো সকলের জন্য এক ওষুধ দেন

না । প্রত্যেকের কর্ম বন্ধন, প্রত্যেকের রোগ তার নিজের। এই পাঁচ বিকারের রোগ মহাভারী । এই রোগকে কেউ জানেই না । এই রোগ কবে থেকে শুরু হয় ? আত্মা রোগাক্রান্ত হলে শরীরও রোগাক্রান্ত হয় । আত্মা দুঃখিত হলে শরীরও প্রভাবিত হয় । এই সব কথা শাস্ত্রে নেই। সে সব তো ভক্তিমার্গের ভক্তিকান্ড। ভক্তির জন্যও বাবা বলেছেন যে, প্রথমে হয় অব্যভিচারী ভক্তি, তারপর রজোগুণী ব্যভিচারী ভক্তি । এরপর ব্যভিচারী তমোগুণী ভক্তি । ভক্তদের যেমন - যেমন অবস্থা হয়, ভক্তিও তেমনই হয় । জ্ঞানও এইভাবেই নামতে থাকে । প্রথমে ১৬ কলা, তারপর ১৪ কলা, তারপর ১২ কলা..... প্রালব্ধ যেমন তৈরী হয়, সেইভাবেই ধীরে ধীরে নামতে থাকে । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, এ হলো উপার্জন। এই উপার্জনে বিঘ্ন আসে । দশার পরিবর্তন হয় । মানুষ জিজ্ঞাসা করে, আমাদের উপরে কোন্ দশা বসে রয়েছে ? তখন ওই লোকেরা বলে দেয় । এই প্রকৃত উপার্জনেও বাচ্চাদের উপরে দশা আসে । কোরোর উপরে রাহুর দশা আসে, মুখ কালো করে নেয় । কখনো বৃহস্পতির দশা ছিলো, মায়ার থাপ্পড় লাগলো, তখন রাহুর দশা এসে গেলো । কাম বিকারে এসে গেলো, তখন চট্ করে রাহুর গ্রহণ লেগে গেলো । তখন তালা বন্ধ হয়ে যায় । এ হলো গুপ্ত কঠিন সাজা । সে তখন আর কখনোই বলতে পারবে না যে, ভগবান উবাচঃ -- কাম মহাশত্রু । সন্ন্যাসীরাও কাম মহাশত্রুর কারণে স্ত্রীকে ছেড়ে চলে যায় । এও নিবৃত্তি মার্গের পবিত্রতা, যা ভারতবাসীদের জন্য ভালো । ভারতবাসীরাই পবিত্র থেকে অপবিত্র হয়, তাই তাদের আটকানোর জন্যই এই সন্ন্যাসীরদের জীবন। মেরামতির জন্যই এই পবিত্রতা । এই পবিত্রতার শক্তিতেই সৃষ্টি এতদিন ধরে চলতে থাকে । এখন তো ওরাও পতিত হয়ে গেছে । তোমাদের তো ওদের জন্যও সার্ভিস করতে হবে । বাচ্চারা, তোমাদের এই সার্ভিসের খুবই শখ থাকা উচিত।

কোনো বেকায়দার চলন চলবে না । যদিও তোমরা পুরুষার্থী, সম্পূর্ণ তো এখনো কেউ হয়নি । কিছু না কিছু পাপ হতেই থাকে । বাবার আজ্ঞা পালন না করা - এও অনেক বড় পাপ। বাবার ফরমান হলো, তোমরা আমাকে নিরন্তর স্মরণ করো । আমি জানি যে, তোমরা এমন করতে পারবে না। কিন্তু তোমরা সম্পূর্ণ পুরুষার্থই করো না । যে করবে, সে ভালো পদ প্রাপ্ত করবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) পাঁচ বিকারের রোগ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সার্জেনের পরামর্শ নিতে হবে । আত্মার উপরে যাতে কোনো রোগ না লাগে, এর সুরক্ষা করতে হবে ।

২) প্রকৃত উপার্জন করতে হবে এবং করাতেও হবে । কোনো বেকায়দার চলন চলবে না । কখনোই যেন রাহুর দশা না বসে, এরজন্য বাবার নির্দেশে চলতে হবে ।

বরদানঃ- স্মরণ এবং সেবার দ্বারা সব চক্করকে সমাপ্ত করে এক বহ্নির (শামা) প্রতি আকৃষ্ট হয়ে প্রকৃত বহ্নিপতঙ্গ (পরবানা) ভব

যে বাচ্চারা স্মরণ এবং সেবাতে সদা ব্যস্ত থাকে, তারা সমস্ত চক্কর থেকে সহজেই মুক্ত হয়ে যায় । কোনো চক্র যদি থেকে যায় তাহলে চক্করই খেতে থাকবে । কখনো সম্বন্ধের চক্কর, কখনো নিজের স্বভাব - সংস্কারের চক্কর, এমন ব্যর্থের সমস্ত চক্কর তখনই সমাপ্ত হবে, যখন বুদ্ধিতে এক বহ্নি ছাড়া আর কিছুই থাকবে না । যে বহ্নির প্রতি আকৃষ্ট হয়, সে বহ্নির সমান হয়ে যায় । এমন যারা আকৃষ্ট হয় অর্থাৎ সমাহিত হয়ে যায় যারা, তারাই হলো প্রকৃত বহ্নিপতঙ্গ।

স্লোগানঃ- যে প্রকৃত পরশ পাথর হয়েছে, তার সঙ্গে লোহা সদৃশ্য আত্মারাও সোনা হয়ে যায় ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;